মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২২

(১)আবারো হযরত ইসা আ. তাদের সাথে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বললেন। (২)তিনি বললেন, "বেহেস্তি রাজ্যকে এমন একজন বাদশার সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যিনি তার ছেলের বিয়েভোজের আয়োজন করলেন।

(৩)ভোজে দাওয়াত দেয়া লোকদের ডেকে আনার জন্য তিনি তার গোলামদের পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তারা আসতে চাইলো না। (৪)তখন তিনি আবার অন্য গোলামদের পাঠালেন। বললেন, 'যারা দাওয়াত পেয়েছে তাদের গিয়ে বলো, 'দেখুন, আমি আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি। ষাঁড় ও মোটাসোটা বাছুরগুলো জবাই করা হয়েছে। সবকিছুই প্রস্তুত। আপনারা বিয়েভোজে আসুন'।

(৫)কিন্তু তারা এদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে কেউ তার নিজের খামারে, আবার কেউ-বা তার নিজের কাজে চলে গেলো। (৬)বাকিরা তার গোলামদের ধরে অপমান ও হত্যা করলো। (৭)এতে বাদশা খুব রেগে গেলেন। তিনি তার সৈন্য পাঠিয়ে সেই খুনীদের ধ্বংস করলেন এবং তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।

(৮)অতঃপর তিনি তার গোলামদের বললেন, 'বিয়েভোজ প্রস্তুত কিন্তু ওই দাওয়াতিরা যোগ্য ছিলো না। (৯)সুতরাং তোমরা বরং রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও এবং যতো মানুষের দেখা পাবে, তাদের প্রত্যেককে বিয়েভোজে ডেকে আনবে।' (১০)তখন ওই গোলামরা বাইরে রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভালোমন্দ যাদেরই পেলো, তাদের প্রত্যেককে একত্রিত করলো। ফলে বিয়ে বাড়িটি মেহমানে ভরে গেলো।

(১১)অতঃপর বাদশা মেহমানদের দেখার জন্য ভেতরে এসে দেখলেন, এক লোক বিয়েভোজের পোশাক পরেনি। (১২)তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, বিয়েভোজের পোশাক ছাড়া তুমি কেমন করে এখানে ঢুকলে?' সে এর কোনো উত্তরই দিতে পারলো না। (১৩)তখন বাদশা কাজের লোকদের বললেন, 'এর হাতপা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে সে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।' (১৪)কারণ অনেককে ডাকা হয়েছে কিন্তু অল্পসংখ্যকই মনোনীত।"

(১৫)তখন ফরিসিরা চলে গেলেন এবং কীভাবে তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায়, সেই ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। (১৬)তারা হেরোদীয়দের সাথে নিজেদের অনুসারীদের মাধ্যমে তাঁর কাছে বলে পাঠালেন- "হুজুর, আমরা জানি, আপনি একজন সৎলোক। আপনি সঠিকভাবে আল্লাহর পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মানুষ কি মনে করবে বা না করবে, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না; কারণ আপনি কারো মুখ চেয়ে কিছু করেন না।

(১৭)আপনি কী মনে করেন? আমাদের বলুন- কাইসারকে কর দেয়া কি বৈধ?" (১৮)হযরত ইসা আ. তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, "ভন্ডের দল, কেনো আমাকে পরীক্ষা করছো? (১৯)কর দেবার পয়সা আমাকে দেখাও।" তারা তাঁর কাছে একটি দিনার নিয়ে এলো।

(২০)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "এর ওপর এই ছবি ও নাম কার?" (২১)তারা বললো, "কাইসারের।" তিনি তাদের বললেন, "যা কাইসারের তা কাইসারকে দাও, আর যা আল্লাহর তা আল্লাহকে দাও।" (২২)একথা শুনে তারা অবাক হলো এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো।

(২৩)সেই একই দিনে সদ্দুকিরা- যারা বলেন, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, তারা তাঁর কাছে এলেন

(২৪)এবং তাঁকে প্রশ্ন করে বললেন, "হুজুর, হযরত মুসা আ. বলেছেন, 'যদি কেউ সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে এবং ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে।' (২৫)আমাদের মাঝে সাত ভাই ছিলো। প্রথমজন বিয়ে করলো, সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো এবং তার ভাইয়ের জন্য সেই বিধবাকে রেখে গেলো। (২৬)এভাবে দ্বিতীয় থেকে সপ্তমজন পর্যন্ত প্রত্যেকে একই কাজ করলো। (২৭)সবশেষে সেই মহিলাও মারা গেলো। (২৮)কেয়ামতের দিন ওই সাতজনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? কারণ তারা প্রত্যেকেই তো তাকে বিয়ে করেছিলো।"

(২৯)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা ভুল করছো। কারণ তোমরা আল্লাহর কালাম জানো না এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কেও জানো না। (৩০)মৃতেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তারা বিয়েও করবে না এবং তাদের বিয়ে দেয়াও হবে না। তখন তারা হবে বেহেস্তের ফেরেস্তাদের মতো। (৩১)মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের যেকথা বলেছেন তা কি তোমরা পড়োনি? (৩২)'আমি হযরত ইব্রাহিম আ.এর আল্লাহ, হযরত ইসহাক আ.র আল্লাহ ও হযরত ইয়াকুব আ.র আল্লাহ।' তিনি তো মৃতদের আল্লাহ নন, তিনি জীবিতদেরই আল্লাহ।" (৩৩)একথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষায় অবাক হলো।

(৩৪)হযরত ইসা আ. সদ্দুকিদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে ফরিসিরা একত্রে জড়ো হলেন। (৩৫)তাদের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, (৩৬)"হুজুর, শরিয়তের হুকুমগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ

হুকুম কোনটি?” (৩৭)তিনি তাকে বললেন, “‘তুমি তোমার সম্পূর্ণ অন্তর, তোমার সম্পূর্ণ মন ও তোমার সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে তোমার মালিক আল্লাহকে মহব্বত করবে।’- (৩৮)এটিই শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম হুকুম। (৩৯)এবং দ্বিতীয়টি এটিরই মতো- ‘তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করবে।’ (৪০)এই দুটো হুকুমের ওপরই গোটা শরিয়ত এবং সহিফাগুলো দাঁড়িয়ে আছে।”

(৪১)ফরিসিরা তখনো দল বেঁধে ছিলেন। হযরত ইসা আ. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, (৪২)“মসিহের বিষয়ে তোমরা কী মনে করো? তিনি কার সন্তান?” তারা তাঁকে বললেন, “ হযরত দাউদের সন্তান।” (৪৩)তিনি তাদের বললেন, “তাহলে দাউদ আল্লাহর রুহের দ্বারা চালিত হয়ে কীভাবে তাঁকে মনিব বলে ডেকেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন- (৪৪)‘আল্লাহ আমার মনিবকে বললেন, ‘যতোক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততোক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বসো।’ (৪৫)হযরত দাউদ আ. নিজেই যখন তাঁকে মনিব বলেছেন, তখন কেমন করে তিনি তাঁর সন্তান হতে পারেন?”

(৪৬)কেউ তাঁকে কোনো উত্তর দিতে পারলো না এবং সেদিন থেকে কেউ তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেও সাহস করলো না।